

**IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)**

Customs Appeal No. 550 of 2023

Commissioner, Customs Bond Commissionerate,
Chattogram

...Appellant.

-Versus-

Customs, Excise and VAT Appellate Tribunal,
Bench-04, Agargaon, Sher-E-Bangla Nagor,
Dhaka and another

...Respondents.

Mr. Nawroz Md. Rasel Chowdhury, DAG with
Mr. Md. Azizul Hoque,
Ms. Tahmina Polly,
Mr. Prince-Al-Masud and
Ms. Farzana Rahman Shampa, AAGs

...For the appellant

Ms. Nahid Mahtab, with
Mr. Shyamal Kanti Mandal, with
Ms. Sonia Sarder, Advocates

.....For the respondent No. 2

Heard on: 07.05.2024 and 08.05.2024

Judgment on: 09.05.2024

Present:

Mr. Justice Zafar Ahmed

And

Mr. Justice Sardar Md. Rashed Jahangir

Zafar Ahmed, J.

The instant appeal under Section 196D of the Customs Act, 1969 is directed against the judgment and order dated 22.01.2023 passed by the Customs, Excise and VAT Appellate Tribunal, Dhaka, Bench No. 4 (respondent No. 1) in Appeal Case No. CEVT Case (Cus)-360/2022 allowing the appeal in part and

thereby imposing a fine of Tk. 50,000/- on the respondent No. 2 under clause 1 of the Table appended to Section 156(1) of the Customs Act, 1969 upon setting aside the order No. 04 dated 28.03.2022 passed by the Commissioner, Customs Bond Commissionerate, Chattogram who imposed taxes and duties of Tk. 28,27,497.23 and fine of Tk. 50,00,000/- (total Tk. 78,27,497.32) under clause 90 of the Table appended to Section 156(1) on the respondent No. 2.

The Commissioner, Customs Bond Commissionerate, Chattogram is the appellant. Towellers Bangladesh Ltd. is the respondent No. 2.

Relevant facts are that the respondent No. 2 is a Limited Company and is engaged in the business of importing yarn and chemical. In order to conduct the annual audit of the respondent No. 2 Company for the years 2018 and 2019 (from 01.01.2018 to 31.12.2019), an audit team consisting of officers of the office of Customs Bond Commissionerate, Chattogram was formed and it submitted its audit report. During inspection, the audit team found that there was no import and export record of the respondent No. 2 after the year 2019. The audit report disclosed that 55,037.72 kg yarn and 3510.00 kg chemical were used in producing the exported goods which were more than the imported raw products and no chemical was imported in 2019 but 3510.00 kg was shown as

being used. Further, through online search of IP information of BEPZA, the audit team found that 28,492 kg in 2018 and 24,500.00 kg in 2019 were not imported by the respondent No. 2 but they exported the same. It is the case of the appellant that the respondent No. 2 sold those goods in the open market but had shown them as exported products to evade tax. The taxable amount of the product is valued Tk. 76,41,888.65/- for the said 58,547.72 kg yarns and 3510.00 kg chemical and taxable duty is Tk. 28,27,497.32/- which is recoverable from the respondent No. 2.

Thereafter, the appellant served a show cause notice to the respondent No. 2 in respect of Tk. 28,27,497.32 and fixed a date for hearing. After the hearing, the Commissioner, Customs Bond Commissionerate passed the adjudication order being No. 04/2022 dated 28.03.2022 under clauses 1, 14, 51, 51(A), 62 and 90 of the Table appended to Section 156(1) of the Customs Act and directed the respondent No. 2 to pay the full amount of the taxable duty to the tune of Tk. 28,27,497.23/-. The respondent No. 2 was also imposed a fine of Tk. 50,00,000/- under clause 90 of the Table of Section 156(1).

Being aggrieved, the respondent No. 2 preferred an appeal before the Customs, Excise and Vat Appellate Tribunal, Dhaka under Section 196A of the Customs Act by making requisite

deposit under Section 194. The Tribunal registered the appeal as সিইভিটি/কেইস (কাস)-৩৬০/২০২২.

The Appellate Tribunal allowed the appeal in part, vide its judgment and order dated 22.01.2023. The Appellate Tribunal set aside the order No. 04/2022 dated 28.03.2022 passed by the Commissioner, Customs Bond Commissionerate and imposed a fine of Tk. 50,000/- upon the respondent No. 2 under clause 1 of Section 156(1) of the Customs Act.

Being aggrieved, the Commissioner, Customs Bond Commissionerate, Chattogram, filed the instant appeal under Section 196D of the Customs Act. Be it mentioned that the respondent No. 2 Company accepted the judgment and order in question and did not prefer any appeal challenging the same.

The learned Deputy Attorney General (DAG) appearing for the appellant submits that the Tribunal failed to consider the pertinent point contained in the statement of facts and thus, failed to consider that the respondent No. 2 committed fraud by showing export after illegal disposal of the imported products. He next submits that the Tribunal failed to consider that the respondent No. 2 evaded taxes and duties and the Commissioner, Customs Bond Commissionerate rightly imposed penalty upon the respondent No. 2 under clauses 1, 14, 51, 51(A), 62 and 90 of the Table appended to Section 156(1) of the Customs Act.

Ms. Nahid Mahtab, the learned Advocate appearing for the respondent No. 2, on the other hand, submits that the Tribunal passed the verdict in accordance with law upon proper scrutiny of facts and the relevant law and as such, the appeal is liable to be dismissed.

We have heard the learned DAG appearing for the appellant and the learned Advocate appearing for the respondent No. 2.

It appears from the judgment passed by the Appellate Tribunal and other materials on record that the Appellate Tribunal heard the representatives of both sides and scrutinised the records of the case. The Tribunal considered the cases of the respective parties in detail and observed as follows:

‘ট্রাইব্যুনাল নথি পর্যালোচনায় দেখতে পায় যে, আপীলকারী প্রতিষ্ঠানটির ২০১৯ সাল পরবর্তী কোন আমদানি নাই, যা তর্কিত আদেশে স্বীকৃত। এক্ষেত্রে আপীলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড সুবিধায় কোন কাঁচামাল আমদানী করা হয়নি। অর্থাৎ তর্কিত কাঁচামালসমূহ বন্ডেড ওয়্যারহাউজভুক্ত নয়। যেহেতু তর্কিত কাঁচামালসমূহ বন্ডেড ওয়্যারহাউজভুক্ত নয় সেহেতু আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে The Customs Act, 1969 এর Section 111 প্রযোজ্য হবে না।

ট্রাইব্যুনাল পর্যালোচনায় আরও দেখতে পায় যে, আপীলকারী প্রতিষ্ঠান তার সংরক্ষিত পন্যাগার হতে কোন উপকরণ/কাঁচামাল অবৈধ অপসারণ করেন নি, কিংবা দেশীয় খোলা বাজারে বিক্রয় করেন নি। যা আপীলকারীর সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক পিআরসি, বিবিএলসি, ডেলিভারী চালানসহ রপ্তানী সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় দলিলাদিতে প্রতীয়মান হয়।

ট্রাইব্যুনাল পর্যালোচনায় আরও দেখতে পায় যে, কাঁচামাল/উপকরণ দিয়ে প্রস্তুতকৃত পণ্য রপ্তানি করতে না পারলে বা অন্য কোন কারণে রপ্তানি করা সম্ভব না হলে পরবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে খোলা বাজারে বিক্রয় করলে বা অন্য কোনভাবে বিলিভেন্ডেজ করলে তর্কিত পরিমাণ উপকরণের শুল্ক করা দাবী করার প্রশ্ন থাকতে

পারে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সকল কাঁচামালই ব্যবহার করে রপ্তানি করা হয়েছে, যার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক পি,আর,সি ইস্যু হয়েছে। রপ্তানির সমর্থনে অকাট্য দলিল হলো পি,আর,সি। রপ্তানি সম্পন্ন না হলে কখনোই পি,আর,সি পাওয়া সম্ভব নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে পিআরসি প্রদান করেছে যাহা সর্বত্র গ্রহণযোগ্য। কাজেই রপ্তানির বিষয়টি অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পর শুল্ক করাদি দাবী করা এবং অর্থদণ্ড আরোপ করা আইনত: সঠিক হয়নি।

আপীলাত ট্রাইব্যুনালের পর্যালোচনায় আরও দেখতে পায় যে, আপিলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক UP (Utilization Permission) গ্রহণ ব্যতিরেকে পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি করা হয়েছে। যার ফলে কাঁচামাল অবৈধ অপসারণ না করার বিষয়টি প্রমাণিত। সে কারণে আপিলকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা The Customs Act, 1969 এর ১৩(২), ৮৬ ও ৯৭ ধারার বিধান লংঘন হয়নি বিধায় ১১১ ধারার আওতায় শুল্ক করাদি এবং ১৫৬(১) টেবিলের দফা ৯০ এর বিধান বলে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ডসহ দাবিনামা আরোপ ন্যায়সঙ্গতভাবে করা হয়নি মর্মে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল মনে করে।

যেহেতু আপিলকারীর স্বীকৃত মতে অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে এবং UP (Utilization Permission) গ্রহণ ব্যতিরেকে রপ্তানি করা হয়েছে, সেহেতু The Customs Act, 1969 এর ধারা ১৫৬(১) এর টেবিলের দফা ৯০ আপিলকারীর উপর প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে The Customs Act, 1969 এর ধারা ১৫৬(১) এর টেবিলের দফা ১ আপিলকারীর উপর প্রযোজ্য হবে। উক্ত দফা ১ এর offence এ এই মর্মে বিবৃত করা হয়েছে যে, “If any person contravenes any provision of this Act or any rule made thereunder, or abets any such contravention or fails to comply with any provision of this Act or any such rule with which it was his duty to comply, where no express penalty has been provided elsewhere for such contravention or failure.” তাহলে অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড আরোপ করা হবে। তাই আলোচ্য ক্ষেত্রে The Customs Act, 1969 এর ধারা ১৫৬(১) এর টেবিলের দফা ১ অনুযায়ী আপিলকারীর উপর ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড আরোপ যুক্তিযুক্ত ও আইনানুগ হবে বলে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল মনে করে।”

The learned Deputy Attorney General could not lay his hands on the findings and observations made by the Tribunal on both question of facts and point of law. We also could not find any legal infirmity in the judgment. Accordingly, the appeal fails.

In the result, the appeal is dismissed.

Sardar Md. Rashed Jahangir, J.

I agree.